

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

12468 - রমযান মাসে একজন মুসলিম

প্রশ্ন

রমযান মাসের আগমন উপলক্ষে আপনারা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কি কোন উপদেশে পশে করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “রমযান মাস, যাত কুরআন নাযলি করা হয়েছে মানুষের জন্য হদিয়াতস্বরূপ এবং হদিয়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মথিয়ার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যবে ব্যক্তি এ মাসে (স্বগৃহে) উপস্থিতি থাকবে, সে যবে এ মাসটি রোযা থাকবে। আর কটে অসুস্থ থাকলে কিংবা সফরে থাকলে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান; কাঠনিয় চান না। তিনি চান- তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি যবে তোমাদেরকে নিরীদশেনা দিয়েছেন সে জন্য তাকবিরি উচ্চারণ কর (আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর)। আর যাত তোমরা শোকর কর।”[সূরা বাকারা ২: ১৮৫] এ মহান মাসটি কল্যাণ ও বরকতের মৌসুম, ইবাদত ও আনুগত্যের মৌসুম।

এটি একটি মহান মাস ও সম্মানতি মৌসুম। এমন এক মাস যাত সেওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধিকরা হয়, পাপকটে জঘন্য ধরা হয়, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়। যবে মাসে আল্লাহ পাপী-তাপীদের তওবা কবুল করে নেন।

আল্লাহ আপনাদেরকে কল্যাণ ও বরকতের যবে মৌসুমগুলো দিয়েছেন এবং অনুগ্রহ ও অবারতি নয়োমতের যবে উপকরণগুলো আপনাদেরকে বিশেষভাবে দিয়েছেন এর জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করুন। মহান সময়গুলো ও সম্মানতি মৌসুমগুলোকে আনুগত্যের মাধ্যমে এবং গুনাহর কাজ ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে কাজে লাগান; ফলে আপনারা দুনিয়ায় উত্তম জীবন ও আখিরাতে সুখ লাভ করবেন।

প্রকৃত মুমনিরে কাছের সারা বছরই ইবাদতের মৌসুম। সারা জীবনই নকীর মৌসুম। কিন্তু, রমযান মাসে তার নকে আমল করার হিম্মত বহুগুণ বড়ে যায়। তার অন্তর ইবাদতের প্রতি বশো তৎপর হয় ও আল্লাহ অভিমুখী হয়। আমাদের মহান প্রতিপালক

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তাঁর রহম ও করম রযোদার মুমনি বান্দাদরে উপর ঢলে দনে। এ মহান ক্ষণে তিনিতাদরে সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধিকরার এবং নকেকাজরে বদলায় উপঢৌকন ও পুরস্কার অবরতি করার ঘোষণা দয়িছেন।

গতকালরে সাথে আজকরে কতই না মলি!!

দনিগুলো খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে; যনে কছি মুহূর্তমাত্র। আমরা এক রমযানকে স্বাগত জানালাম, এরপর বদীয় দলিাম। এই তো সামান্য কছিদিনরে ব্যবধানে পুনরায় রমযানকে স্বাগত জানাতে যাচ্ছি। আমাদের কর্তব্য এই মহান মাসে নকে কাজে অগ্রণী হওয়া। আল্লাহ্ যা কছিতে সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতরে দনি যা কছি আমাদেরকে আনন্দতি করবে সসেব আমল দয়ি এই মাসকে ভরপুর করা।

আমরা রমযানরে জন্য কভিবে প্রস্তুত নবি?

রমযানরে জন্য প্রস্তুত নিতি হবে, দুই সাক্ষ্যবাণীর বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে, ফরয আমলগুলো পালন করার ক্ষেত্রে, কু-প্রবৃত্তি বা সংশয়মূলক হারাম আমলগুলো পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে নজিদেরে ঘটতকি সমালোচনা করার মাধ্যমে।

ব্যক্তি নিজিই নিজি আচরণকে মূল্যায়ন করবে যাতে করে মাহে রমযান ঈমানরে উচ্চ স্তরে অবস্থান করতে পারে। কারণ ঈমান বাড়বে ও কমে। নকেকাজরে মাধ্যমে বাড়বে। বদ কাজরে মাধ্যমে কমে। তাই বান্দার সর্বপ্রথম যবে নকেকাজটি বাস্তবায়ন করা কর্তব্য সটো হচ্ছে- 'ইবাদত বা উপাসনা শুধু আল্লাহ্‌র জন্য' এটি বাস্তবায়ন করা এবং মনে মনে এ বিশ্বাস পোষণ করা যবে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নই। সব ধরণরে ইবাদত বা উপাসনা কবেল আল্লাহ্‌র জন্য নবিদেন করবে; এতে অন্য কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার বানাবে না। এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যবে, সবে যটো পয়েছে (যটোর শকার হয়ছে) সটো কছিতেই ছুটে যতে না। এবং সবে যটো পায়নি (যটোর শকার হয়নি) সটো সবে কছিতেই পতে না (শকার হত না)। সবকছি তাকদীর অনুযায়ী ঘটবে।

এ দুই সাক্ষ্যবাণীর বাস্তবায়ন করার সাথে যা কছি সাংঘর্ষকি আমরা সগেলো থেকে বরিত থাকব। আর তা অর্জতি হবে বদিআত ও দ্বীনি ক্ষেত্রে অভনিব প্রচলন করা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে এবং 'মতিরতা ও বরৈতি' বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে। অর্থাৎ আমরা ঈমানদারদের সাথে মতিরতা রাখব এবং কাফরে ও মুনাফকিদরে থেকে বরৈতি রক্ষা করব। শত্রুর বরিদুধে মুসলমানদের বজিয়ে আমরা খুশি হব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীবর্গরে অনুসরণ করব। তাঁর সুননত ও তাঁর পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায় রাশদীন-এর সুননতরে অনুকরণ করব। সুননতকে ভালবাসব এবং যারা সুননতকে আঁকড়ে ধরে, সুননতরে পক্ষে কথা বলে তাদরে দশে, বরণ বা নাগরকিত্ব যখনরে হকে না কনে আমরা তাদরেকে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ভালবাসব।

এরপর নকেকাজ পালন করার ক্ষেত্রে আমাদের যত্নে কসুর বা ঘাটতি রয়েছে সে ব্যাপারে নিজের আত্মসমালোচনা করব। যমেন- জামাতে নামায আদায় করা, আল্লাহর যিকিরি পালন করা, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও অন্য মুসলমানে হক আদায় করা, সালামের প্রচলন করা, সংকাজের আদেশে দান, অসং কাজেরে নষিধে করা, পরস্পর পরস্পরকে হকরে উপর থাকা, এর উপর ধর্মে ধারণ করা, গুন্যর কাজ না করা, ভাল কাজ করার ব্যাপারে ও তাকদীরের উপর ধর্মে ধারণ করার ব্যাপারে উপদেশে দয়োগ।

এরপর পাপ কাজ ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত থাকার ব্যাপারে নিজের আত্মসমালোচনা করতে হবে; এগুলোর উপর চলতে থাকা থেকে নিজেরকে প্রতিহত করার মাধ্যমে। সটোগ ছটোগ পাপ হকোগ কথিবা বড় পাপ হকোগ। সটোগ আল্লাহ কর্তৃক নষিদিধ কছির দকিগে নজর দয়োগর মাধ্যমে দৃষ্টির পাপ হকোগ, মডিজকি শুন্যর মাধ্যমে শ্রুতির পাপ হকোগ, আল্লাহ যাতগে সন্তুষ্ট নন এমন কনগে ক্ষেত্রে পদচারণেরে পাপ হকোগ, আল্লাহ যাতগে সন্তুষ্ট নন এমন কছির ধর্যর পাপ হকোগ, আল্লাহ যা ভক্ষণ করা হারাম করছগে যমেন- সুদ, ঘুষ কথিবা অন্যাযভাবে মানুশেরে সম্পদ ইত্যাদি ভক্ষণ করার পাপ হকোগ।

আমাদের সামনে যনে থাকগে, আল্লাহ তাআলা দিনেরে বলোগ তায় হস্ত প্রসারতি করে রাখনে যাতগে করে রাতগে পাপকারী তওবা করতে পারগে এবং তনি রাতগে হস্ত প্রসারতি করে রাখনে যাতগে করে দিনগে পাপকারী তওবা করতে পারগে। আল্লাহ তাআলা বলনে: “আর তোমরা ছটগে আস তোমাদের রবেরে ক্ষম্যর দকিগে ও জান্নাতেরে দকিগে; যার বসিত্ত আসমানসমূহ ও যমীনগে মত, যা প্রস্তুত রাখা হয়ছগে মুত্তাকীদেরে জন্য। যারা সুদিনগে ও দুর্দিনগে ব্যয় করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুশেরে প্রতি ক্ষম্যশীল। আল্লাহ মুহসনিদেরকে ভালবাসনে। আর যারা কনগে অশ্লীল কাজ করে ফলেগে বা নিজেরে প্রতি যুলুম করগে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেরে পাপেরে জন্য ক্ষম্য প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া পাপ ক্ষম্য করার কগে আছে? এবং তারা যা করে ফলেগে, জনগে-বুঝগে তারা তা উপর্যুপরি করগে থাকগে না। তাদেরে পুরস্কার হলগে তাদেরে রবেরে পক্ষ থেকে ক্ষম্য এবং জান্নাতসমূহ; যগেলগেরে পাদদেশগে নহরসমূহ প্রবাহতি; সখোগে তারা স্থায়ী হবে। সংক্রমশীলদেরে পুরস্কার কতইনা উত্তম!”[সূরা আলগে ইমরান ৩: ১৩৩-১৩৬] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “বলুন, ‘হগে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেরে প্রতি যুলুম করছগে- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নরিশ হয়গে না। নশিচ্য আল্লাহ সমস্ত গনগেহ ক্ষম্য করে দবেনে। নশিচ্য তনি ক্ষম্যশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা যুমার ৩৯: ৫৩] আল্লাহ আরও বলনে: “আর যগে কডগে কনগে মন্দ কাজ করে কথিবা নিজেরে প্রতি যুলুম করগে; এরপর আল্লাহর কাছগে ক্ষম্য প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে সে ক্ষম্যশীল, পরম দয়ালু পাবে।”[সূরা নসিগে ৪: ১১০]

আমাদের কর্তব্য এ ধরণের আত্মসমালোচনা, তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে রমযান মাসকে স্বাগত জানানগে। কারণ

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

“বুদ্বমিন সইে ব্যক্তি যিে নিজি়ে সমালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরে জন্য আমল করে। আর অক্ষম হচ্চে সেই ব্যক্তি যিে নিজি়ে কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে অনেকে অনেকে আশা করে”।

রমযান মাস হচ্চে অর্জন করা ও লাভ করার মাস। বুদ্বমিন ব্যবসায়ী বেশি লাভ করার জন্য মৌসুমগুলোকে কাজে লাগায়। সুতরাং আপনারা এ মাসে ইবাদত পালন, বেশি বেশি নামায আদায়, কুরআন তলোওয়াত করা, মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া, অন্যরে প্রতি ইহসান করা, দরদিরদেরকে দান করা ইত্যাদি সুযোগকে কাজে লাগান।

রমযান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয়, শয়তানগুলোকে বন্দী করা হয় এবং প্রতি রাতে একজন আহ্বানকারী ডেকে বলে: ওহে পুণ্যকামী, অগ্রসর হও; ওহে পাপকামী, তফাৎ যাও।

সুতরাং আপনাদের পূর্বসূরদিরে অনুকরণ করে, আপনাদের নবীর সুন্যাহর অনুসরণ করে আল্লাহর পুণ্যকামী বান্দা হোন; যাতে করে আমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে, মকবুল আমল নিয়ে রমযানকে বদায় জানাতে পারি।

জনে রাখুন, রমযান মাস নকীর মাস:

ইবনুল কাইয়যমে (রহঃ) বলেন: “এর মধ্যে রয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে মর্যাদার তারতম্যের মধ্যে রয়েছে) রমযান মাসকে অন্য মাসগুলোর উপর মর্যাদা দেয়া এবং রমযান মাসের শেষে দশরাত্রিকিে অন্য রাত্রিগুলোর মর্যাদা দেয়া।” [যাদুল মাআদ (১/৫৬)]

এ মাসকে অন্য মাসের উপর চারটি কারণে মর্যাদা দেয়া হয়েছে:

এক.

এ মাসে এমন একটা রাত রয়েছে যে রাত বছরের অন্য রাতগুলোর চেয়ে উত্তম। সটেই হচ্চে- লাইলাতুল ক্বদর বা ক্বদরের রাত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নশ্চয় আমরা এটি (কুরআন) নাযলি করছি লাইলাতুল ক্বদর; আর আপনাকে কসিে জানাবে ‘লাইলাতুল-ক্বদর’ কী? লাইলাতুল-ক্বদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। সে রাত্তে ফরিশিতাগণ ও রূহ (জিব্রাইল আঃ) নাযলি হয় তাদের রবের নরিদশেক্রমে সকল বিষয় নিয়ে। শান্তমিয় সে রাত, ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত।” [সূরা ক্বাদর ৯৭: ১-৫]

তাই এ রাত্তে ইবাদত করা সহস্র রাত ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।

দুই.

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

এ রাতের সর্বশেষ নবীর উপর সর্ববোত্তম কতিব নাযলি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “রমজান মাস এমন মাস যের মাসে কুরআন নাযলি করা হয়েছে; মানবজাতির জন্য হৃদয়তেরে উৎস, হৃদয়ত ও সত্য মথিয়ার মাঝে পার্থক্যকারী সুস্পষ্ট নদির্শন হসিবে।” [সূরা আল-বাক্বারা ২: ১৮৫] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “নশিচয় আমি এটাকে (কুরআনকে) এক মুবারকময় রাতেরে নাযলি করছে; আর নশিচয় আমরা সতর্ককারী। সেরে রাতেরে প্রত্যকে চূড়ান্ত নরিদশে স্থরিকৃত হয়। আমাদরে পক্ষ থেকে নরিদশে; আর নশিচয় আমরা (রাসূলগণকে) প্রেরণকারী। ” [সূরা আদ-দুখান ৪৪: ৩-৫]

ওসলো বনি আসকা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ইব্রাহিম আলাইহিস সালামেরে সহফিগুলো (গ্রন্থগুলো) রমযানেরে মাসেরে প্রথম রাতেরে নাযলি হয়েছে। রমযানেরে মাসেরে ষষ্ঠ দিনে তওরাত নাযলি হয়েছে। রমযান মাসেরে ১৩ তম দিনে ইঞ্জিলি নাযলি হয়েছে। রমযান মাসেরে ১৮ তম দিনে যাবুর নাযলি হয়েছে। রমযান মাসেরে ২৪ তম দিনে কুরআন নাযলি হয়েছে।” [তবারানরি ‘আল-মুজামুল কাবরি’, মুসনাদে আহমাদ, আলবানি ‘সলিসলি সহহি’ (১৫৭৫) গ্রন্থে হাদসিটকি ‘হাসান’ বলছেন]

তনি.

এ মাসে জান্নাতেরে দরজাগুলো খুলে দেয়ো হয়, জাহান্নামেরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়ো হয় এবং শয়তানগুলোকে বন্দী করা হয়: আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যখন রমযান মাস আগমন করে তখন জান্নাতেরে দরজাগুলো খুলে দেয়ো হয়, জাহান্নামেরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়ো হয় এবং শয়তানগুলোকে বন্দী করা হয়।” [সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “যখন রমযান মাস আগমন করে তখন রহমতেরে দরজাগুলো খুলে দেয়ো হয়, জাহান্নামেরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়ো হয় এবং শয়তানগুলোকে শকিল বন্দী করা হয়।” [সুনানে নাসাঈ, আলবানি ‘সহহিল জামি’ (৪৭১) গ্রন্থে হাদসিটকি সহহি বলছেন]

সুনানে তরিমযি, সুনানে ইবনে মাজাহ ও সহহি ইবনে খুযাইমা-র এক রেওয়াজতে এসছে যে, “রমযানেরে প্রথম রাত্রিতে শয়তানগুলো ও উদ্যত জনিগুলোকে বন্দী করা হয়, জাহান্নামেরে দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়ো হয়; একটা দরজাও খোলা রাখা হয় না। জান্নাতেরে দরজাগুলো খুলে দেয়ো হয়, একটা দরজাও বন্ধ রাখা হয় না। এবং একজন আহ্বানকারী ডেকে বলেন: ওহে পুণ্যকামী, অগ্রসর হও। ওহে পাপকামী, তফাৎ যাও। রমযানেরে প্রতি রাত্রেরে আল্লাহ অনেককে জাহান্নামেরে আগুন থেকে মুক্ত দিনে।” [আলবানি ‘সহহিল জামে’ গ্রন্থে (৭৫৯) হাদসিটকি ‘হাসান’ বলছেন]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যদি কটে বলনে যে, আমরা রমযান মাসেও অনেকে খারাপ কাজ ও গুনাহর কর্ম ঘটতে দেখে। যদি শয়তানগুলোকে বন্দিকরা হত তাহলে তো এসব ঘটত না?

জবাব হচ্ছ: যে ব্যক্তি সিয়ামের শর্তাবলি ও আদবগুলো রক্ষা করে তার ক্ষেত্রে গুনাহ কমে হয়।

কথিবা হাদিসে উদ্দেশ্য হচ্ছ- কিছু শয়তানকে বন্দিকরা হয়। তারা হচ্ছ উদ্যত শয়তানগুলো।

কথিবা হাদিসে উদ্দেশ্য হচ্ছ- খারাপ কাজ কম হওয়া। এটি প্রতিরক্ষা বিষয়। রমযান মাসে খারাপ কাজ অন্য সময়ের চেয়ে কম হয়। আর সকল শয়তানকে বন্দিকরা হলেও খারাপ কাজ বা পাপ কাজ একবোরো না ঘটা অনবির্ষ্য নয়। কেনো শয়তান ছাড়াও অন্যান্য কারণেও পাপ কাজ ঘটে। যমেন- কলুষতি অন্তরগুলোর কারণে, খারাপ অভ্যাসের কারণে এবং মানুষরূপী শয়তানগুলোর কারণে।[ফাতহুল বারী (৪/১৪৫)]

চার.

এ মাসে অনেকে ইবাদত রয়ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু ইবাদত এমন রয়ছে যেগুলো অন্য সময়ে নহে। যমেন: রোযা রাখা, কয়ামুল লাইল আদায় করা, খাবার খাওয়ানো, ইতকিফ করা, সদকা করা ও কুরআন তলোওয়াত করা।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে তাওফিকি দেন, আমাদেরকে সিয়াম পালন, কয়াম আদায়, নকে আমল করা ও বদ আমল বর্জন সাহায্য করেন।

সমস্ত প্রশংসা বশির্ভ জাহানরে প্রতাপিলক আল্লাহর জন্য।